২য় অধ্যায়

সমবায় অধিদপ্তর

৫। **সমবায় অধিদপ্তর।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমবায় অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর থাকিবে।

(২) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায়।

(৩) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে দেশের যে কোন স্থানে অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—(১) অধিদপ্তরে একজন নিবন্ধক থাকিবেন, যিনি নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর নামে অভিহিত হইবেন।

(২) নিবন্ধককে তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবে।

(৩) নিবন্ধকসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭। **নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতার্পণ।**—নিবন্ধক এই ধারার অধীন তাঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীন তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান সাপেক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩য় অধ্যায়

নিবন্ধন

৮। **সমবায় সমিতির শ্রেণীবিন্যাস।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য সমবায় সমিতিসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ন্যূনতম ২০(কুড়ি) জন একক ব্যক্তি (Individual) এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সমিতি উহার সদস্যদের জমি বন্ধক নিয়া ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত হইলে উহা জমি বন্ধকী ব্যাংক নামেও অভিহিত হইবে ;

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইতেছে একইরূপ অন্ততঃ ১০(দশ)টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে উক্ত সদস্য সমিতিগুলির কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জমি বন্ধকী ব্যাংক নামক প্রাথমিক সমবায় সমবায়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক নামেও অভিহিত হইবে ;

(গ) জাতীয় সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইবে একই উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্ততঃ ১০(দশ)টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সারা দেশব্যাপী উক্ত সদস্য সমিতিগুলির কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

ব্যাখ্যা।—সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা যাইবে;

(ঘ) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য হইবে কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি।

(২) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ) বা (ঘ) এর ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকিলে উক্ত সমিতির নিবন্ধন এই ধারা বলে ক্ষুণ্ন হইবে না, তবে এই আইন প্রবর্তনের পর উক্ত উপ-ধারার বিধান ক্ষুণ্ন করিয়া কোন সমবায় সমিতিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

৯। নিবন্ধন ব্যতীত, 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ।—(১) এই আইন অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত না হইলে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি উহার নামের অংশ হিসাবে সমবায় বা Co-operative শব্দটি ব্যবহার করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। সমবায় সমিতির নিবন্ধন।—(১) সমবায় সমিতির নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফি, সমিতির প্রস্তাবিত উপ-আইনের ৩টি কপি এবং নির্ধারিত অন্যান্য কাগজপত্রসহ নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী সমিতি এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য একটি সমবায় সমিতি, তাহা হইলে তিনি আবেদনটি প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করতঃ নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন অথবা নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা না হইলে অথবা সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে জানানো না হইলে, সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক কোন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী নামঞ্জুর হওয়া সংক্রান্ত লিখিত স্মারক জারী করার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, এবং নামঞ্জুরের সিদ্ধান্তটি নিবন্ধক স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকিলে উক্ত সময়সীমার মধ্যে তাহার নিকট আবেদনটি পুনঃবিবেচনার জন্য পেশ করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে পেশকৃত আপীল বা পুনঃবিবেচনার আবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত আবেদনকারী এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১১। **নিবন্ধন সনদ**।—ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত নিবন্ধনের কোন আবেদন, আপীল বা পুনঃবিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করা হইলে নিবন্ধক আবেদনকারীর বরাবরে নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন এবং এই সনদ উক্ত সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গণ্য হইবে।

১২। **নিবন্ধনের শর্তাবলী**।—(১) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের সহিত সংযুক্ত উপ-আইনের খসড়া, এই আইন ও বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিবন্ধক সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) ধারা ১০ এর অধীনে নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা হইলে নিবন্ধক সমবায় সমিতির বরাবরে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করার সময় দাখিলকৃত বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধিত উপ-আইনের তিনটি কপির প্রতি পৃষ্ঠা তাহার স্বাক্ষর ও সীল যুক্ত করিয়া দুইটি কপি আবেদনকারীকে ফেরত দিবেন এবং একটি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কোন শ্রেণীর সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ব্যাপারে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী আরোপ করিতে পারিবে।

১৩। **উপ-আইন সংশোধন, ইত্যাদি**।—(১) নিবন্ধিত সমবায় সমিতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার অনুমোদিত উপ-আইন সংশোধন বা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া নূতন ভাবে প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ সংশোধন বা পুনঃপ্রণীত উপ-আইনের খসড়া প্রাপ্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে নিবন্ধক অনুমোদন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময় সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত সংশোধন বা পুনঃপ্রণীত উপ-আইন অনুমোদন করা না হইলে উহা সংশোধিত বা ক্ষেত্রমত পুনঃপ্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রত্যেক সমবায় সমিতি উহার উপ-আইন হালনাগাদ সংশোধনীসহ, যদি থাকে, মুদ্রণ করিয়া সকল সদস্যের নিকট, সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে, বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।